দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৫.৫.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

010

জনমত

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যা

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা যে কত প্রকট তা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও শিক্ষার উন্নয়ন এখনও অনেকটা অবহেলিত। শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। চাহিদা উপযোগী শিক্ষা বিস্তারের দিকে কোন নজরই দেয়া হচ্ছে না। আমি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু ছটি নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ পাইনি। এসএসসি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ পেলেও মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং দূরের কথা যেখানে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সুযোগ পাওয়ার কথা সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ব্যর্থ হয়ে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে। শুধু আমিই নই এসএসসি এইচএসসি উভয় পর্যায়ে প্রথম বিভাগে পাশ করা অনেক ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তির অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার যোগ্য বলে সাধারণ ডিগ্রী কলেজেও নির্ধারিত সময়ে ভর্তির চেষ্টা আমরা করিনি। সে সুযোগও এখন আর নেই। তাই এরকম হতাশা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছি আমরা শতকরা ষাট ভাগ ছাত্র-ছাত্রী।

যেখানে ইউরোপ মহাদেশে সর্ব স্তরের শিক্ষাপ্রদান বিনামূল্যে হয়ে থাকে সেখানে আমাদের দেশে প্রচুর টাকাপয়সা ব্যয় করেও উচ্চ শিক্ষা থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এটা জাতির দুর্ভাগ্য। জাতির বিপুল সংখ্যক লোককে অজ্ঞ রেখে জাতীয় উন্নয়নের কথা যেমন নক্কারজনক বলে হাসির উদ্রেক করে তেমনি অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হয় সর্বক্ষেত্রে। এ অবস্থায় জাতীয় সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অবহেলার চোখে দেখা মোটেও বিজ্ঞজনোচিত বলে কারও মনোবৃত্তি হওয়া উচিৎ নয়।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের এ অবস্থা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেশের শিক্ষাঙ্গনের এ অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হবেন এবং এই সাথে দেশের যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীসমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক এবং ভর্তির যোগ্য তাদের ব্যাপারটি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করি,

লাইজু
৩/বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা।